দৈনিক ইনকিলাব
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ শনিবার, ২৮ কার্তিক, ১৩৯৫

তারিখ 12 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1
013

এইচ এসসি পরীক্ষার ফল

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। চার বোর্ডের গড় পাশের হার শতকরা ৪৪ দশমিক ১০ ভাগ। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের পাসের হার শতকরা ৫৭ দশমিক ৭৫, কুমিল্লা বোর্ডের ৫১ দশমিক ৭০, রাজশাহী বোর্ডের ৩৪ দশমিক ৬২ এবং যশোর বোর্ডের ২৮ দশমিক ৭৯ ভাগ। চলতি বছরের জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় সর্ব মোট ২ লাখ ৯৭ হাজার ১শ' ২০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১ লাখ ৩১ হাজার ৩১ জন পাস করেছে।

গত কয়েক বছরের মত এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলও এক কথায় নৈরাশ্যজনক। শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ পরীক্ষার্থীর অকৃতকার্য হওয়ার ব্যাপারটি যে কোনো বিশ্লেষণেই শুধু দুঃখজনক নয়, উদ্বেগজনকও বটে। দুঃখজনক এ কারণে যে, ফলাফলের এ চিত্র আমাদের শিক্ষার চরম মানবোনতির বাস্তব প্রমাণটি চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এ পরিস্থিতি শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও উচ্চ শিক্ষার বিকাশে এক বিরাট হুমকি হিসাবে বিবেচ্য হতে বাধ্য। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা অকার্যকর অবস্থানে এসে পৌঁছেছে, এ ফলাফল তারও একটি বড় প্রমাণ। আর উদ্বেগজনক এ কারণে যে, এ অবস্থা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ক্রমাগত হ্রাস পাবে এবং অভিভাবকদের ইচ্ছে এবং সামর্থও নিঃশেষ হয়ে যাবে। যা আদৌ অভিপ্রেত হতে পারে না। এমনিতেই আমাদের শিক্ষার হার অনুল্লেখযোগ্য, তদুপরি অকৃতকার্যকতার হার এভাবে বৃদ্ধি হতে থাকলে সামগ্রিক শিক্ষা ক্ষেত্রে হতাশা, নৈরাশ্য আরও জেঁকে বসবে। এর ফল হিসেবে যা আসবে, জাতির জন্যে তা কখনোই মঙ্গলজনক হবে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা অনুযায়ী এইচ, এস, সি পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই কেবল একজন ছাত্র বা ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে— শিক্ষার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করে। কাজেই এখানে অকৃতকার্যতা এনে উচ্চ শিক্ষার পথই বাধাগ্রস্ত হয় না, কারও কারও ক্ষেত্রে সে পথ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যায়। এইচ, এস, সি-তে অকৃতকার্য হওয়ার পর দ্বিতীয়-তৃতীয়বার পরীক্ষা দেবার সুযোগ ও সামর্থ যাদের থাকে না, সেই সব ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষার যে যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে, তা দিয়ে সে কোনো সম্মানজনক পেশায় প্রবেশ করতে পারে না। অনেকটা না ঘরকা না, না ঘাটকা অবস্থার মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশের অভিভাবকদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয় বিধায় এইচ, এস, সি পর্যন্ত আসতে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়। এ পর্যায়ে এসে অকৃতকার্য হওয়া তাই তাকে শুধু আহত করে না, হতাশও করে তোলে।

পরীক্ষা পাসের এই নিম্নহার স্বাধীনতার পর থেকেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। কেন এ রকমটি হচ্ছে তা আগেও খতিয়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রতিকার এখনও আসেনি। শিক্ষার মানবোনতি ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবই না এ জন্যে প্রধানত দায়ী তা বিভিন্ন তরফ থেকে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ আগে যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দান করতেন এবং পাঠ আদায় করে নিতেন এখন তা করছেন না। পরীক্ষায় আগে যেমন কড়াকড়ি ছিল, এখন তেমন নেই। উপরন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নকল প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নকলের সুযোগ তাদের পড়ালেখা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সবচে' বড় কথা, প্রায় কোনো পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। বলা নিষ্প্রয়োজন, পরীক্ষা পাসের সন্তোষজনক হার যদি আমরা কামনা করতে চাই, তাহলে অবশ্যই এসব সমস্যার সুরাহা করতে হবে। এমন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে যাতে কথিত সমস্যাগুলো আদৌ সৃষ্টি হতে না পারে।

পরিশেষে এবারের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় যারা কৃতকার্য হয়েছে, আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই এবং ভবিষ্যতে তাদের আরও স্মরণীয় সাফল্য কামনা করি। আর যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা। আমাদের আশা, ভবিষ্যতে তারা তাদের এই বিফলতা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হবে।